স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নিয়মাবলী-২০১২ (সংশোধিত)

তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/ ২৭ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং-~~তম/চলচ্চিত্র-৪/২০১০/~~ ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৪০.১৪.৬৫৯ ....এতদ্বারা 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নিয়মাবলী-২০১২ (সংশোধিত)' জারি করা হলো।

উপক্রমণিকা :

চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপভাবে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হলো।

শিরোনাম :

এ নিয়মাবলী 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নিয়মাবলী-২০১২ (সংশোধিত)' নামে অভিহিত হবে।

অনুদানের সংখ্যা :

১. প্রতি অর্থবছরে প্রামাণ্যচিত্রসহ ৫(পাঁচ)টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হবে; তন্মধ্যে কমপক্ষে ১ (এক) টি হবে শিশুতোষ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

২. তবে কোন বছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে সে বছর অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদান প্রদানের সংখ্যা কমানো যাবে।

অনুদানের অর্থ :

৩. অনুদান প্রাপ্তির জন্য মনোনীত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে অনুদান নিয়মাবলীর আওতায় সর্বোচ্চ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হবে; আর্থিক অনুদান ছাড়াও প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে সর্বোচ্চ ২.০০(দুই)লক্ষ টাকা মূল্যমানের বিএফডিসি'র সার্ভিস/সেবা সহায়তা প্রদান করা হবে। কোনো নির্মাতা এ সহায়তা না নিলে বিএফডিসি'র এই সার্ভিস/সেবা সহায়তা কোনক্রমেই নগদায়ন করা যাবে না।

অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া :

৪. চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান সংক্রান্ত অর্থের ব্যবস্থাপনা তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

৫. অনুদান প্রাপ্তির জন্য বাছাইকৃত এবং অনুমোদিত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নিয়মাবলী-২০১২ (সংশোধিত)' এর আওতায় অনুদান প্রদান করা হবে।

৬. অনুদান প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করার জন্য একটি অনুদান প্রদান কমিটি ও একটি অনুদান বাছাই কমিটি গঠন করা হবে :

(ক) **অনুদান কমিটি** : তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি গঠন করা হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ৪(চার) জন ব্যক্তি সদস্য এবং যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয় কমিটির সদস্য-সচিব থাকবেন;

(খ) **অনুদানের জন্য বাছাই কমিটি** : তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি গঠন করা হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ৩(তিন) জন ব্যক্তি সদস্য এবং উপ-সচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, কমিটির সদস্য-সচিব থাকবেন।

৭. অনুদান বরাদ্দের বিষয়ে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কাজের সুবিধার্থে অনুদান কমিটিভুক্ত একাধিক সদস্যের সমন্বয়ে একটি অনুদান উপ-কমিটি গঠন করা হবে। অনুদান কমিটির সভাপতির অনুমোদন/নির্দেশক্রমে উপ-কমিটির কার্যক্রম ও দায়িত্ব পরিচালিত হবে।

৮. বাছাই কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনাক্রমে অনুদান বরাদ্দের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত অনুদান কমিটি অনুদান প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৯. গল্প/চিত্রনাট্য এবং প্রস্তাব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি সুপারিশ প্রদান করবে।

১০. বাছাই কমিটির বিবেচনায় কোন বছরের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক প্রস্তাব/চিত্রনাট্য মানসম্পন্ন বা উপযুক্ত বিবেচিত না হলে সে বছরের জন্য অনুদান প্রদান বন্ধ রাখার সুপারিশ করবে।

অনুদান প্রদানের জন্য বিচার্য বিষয়সমূহ :

১১. অনুদান বাছাই কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ বাছাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে:

(ক). নির্মাতা/পরিচালকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রস্তাবকারী পরিচালকের পূর্ব নির্মিত একটি চলচ্চিত্র অথবা নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক চলচ্চিত্রে তার ভূমিকা বিবেচনা করে অনুদান প্রদান কমিটি পরিচালকের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে;

(খ) নতুন নির্মাতাদের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত কমিটি যোগ্যতা যাচাই করবে;

(গ) বিষয়বস্তু, সংলাপ ও চিত্রনাট্য;

(ঘ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের জন্য মনোনীত শিল্পী-কলাকুশলীর মান ও অভিজ্ঞতা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা;

(চ) সংশ্লিষ্ট প্রযোজকের আর্থিক সক্ষমতা;

(ছ) নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোন চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের স্থিতি :

১২. অনুদানে নির্মিত প্রতিটি চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ৩৫-৫৫ মিনিট হতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অনুদান কমিটির বিবেচনায় সঙ্গত মনে হলে এ স্থিতিকাল পুন:নির্ধারণ করা যাবে।

অনুদানের অর্থ প্রদান পদ্ধতি :

১৩. অনুদান প্রাপ্তির জন্য মনোনীত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত অনুদানের ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। অনধিক ২ মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের কমপক্ষে ৩০% চিত্রায়নের পর তা অনুদান উপ-কমিটি কর্তৃক (চিত্রায়িত অংশ) সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তিতে অনূর্ধ্ব ৪০% অর্থ প্রদান করা হবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে এ সময় ৩ মাস করা যেতে পারে।

১৪. সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে।

১৫. চলচ্চিত্রের নির্মাণ, অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময় ইত্যাদিসহ বিশেষ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা একসঙ্গে ছাড় করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ৩য় কিস্তির (শেষ কিস্তি) টাকা ছাড়ের পূর্বে চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। অতপর: সম্পূর্ণ রাশ প্রিন্ট দেখে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্থ ছাড় করা হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া:

১৬. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব আহবান করে প্রতি বছর জুলাই মাসের মধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। আগ্রহী প্রযোজক-পরিচালকগণকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির শর্তানুসারে নির্ধারিতভাবে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।

১৭. প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রস্তাবক/প্রযোজক/পরিচালক/চিত্রনাট্যকারের পূর্ণ নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, টিআইএন নম্বর স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই প্রস্তাবের সাথে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না।

১৮. এতদসংক্রান্ত প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র, প্রযোজকের ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্র দাখিল করতে হবে।

১৯. পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের সাথে চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শুটিং স্পটের বিবরণ, পরিচালক নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নমুনা ও নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের বাজেট বিভাজন দাখিল করতে হবে।

২০. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং নির্মাণের সঠিক কর্ম-পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের প্রতিটির ১০(দশ) কপি করে জমা দিতে হবে।

২১. বিদেশী গল্প হলে কপিরাইট আইন এর আওতায় সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের অনুমতি নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের শর্ত :

২২. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। তবে স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে/অনিবার্য কারণে/বিশেষ বিবেচনায় এ সময় বৃদ্ধি করা যাবে ।

২৩. কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোন বিদেশী শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২৪. অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র প্রযোজ্য স্ট্যাম্প পেপারে আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। অবৈধ পন্থা অবলম্বন বা অনুদানের শর্ত লংঘনের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট নির্মাতা/অনুদান গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২৫. উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু না করেন কিংবা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তবে ঐ চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং প্রদত্ত অনুদানের অংশ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য যে কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করতে পারবে।

২৬. নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে ।

২৭. নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে।

২৮. প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে (**2K Resolution**-এ) অথবা ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মাণ করা যাবে; তবে নির্মিত চলচ্চিত্রটি অবশ্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রদর্শনের উপযোগী হতে হবে।

২৯. সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত প্রযোজক সরকারি অনুমতি নিয়ে সহযোগী প্রযোজক নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল প্রযোজকের নিকট চলচ্চিত্রের স্বত্ব থাকবে এবং সহযোগী প্রযোজকের নিকট কোনভাবেই স্বত্ব হস্তান্তর করা যাবে না। আরো শর্ত থাকে যে, মূল প্রযোজকের জন্য যে শর্তাবলী প্রযোজ্য সহযোগী প্রযোজকের জন্য একই শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

৩০. একই প্রযোজক/পরিচালককে দুইবারের বেশি অনুদান প্রদান করা হবে না।

৩১. কোন প্রযোজক পর পর ২(দুই) বছর অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

(মরর্তুজা আহমদ)
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার